পুরান ঢাকায় ৩৭ কলেজের হাজারো শিক্ষার্থীর সংঘর্ষ

ন্যাশনাল মেডিক্যালে গাফিলতিতে শিক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ

জবি প্রতিনিধি ও আদালত প্রতিবেদক

২৫ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত ডক্টর মাহাবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের এক শিক্ষার্থীর ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গতকাল রবিবার ঢাকা ও এর আশপাশের ৩৫টি কলেজের শিক্ষার্থীরা কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুর ১২টা থেকে মাহাবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী পুরান ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে। এরপর পাশর্^বর্তী কবি নজরুল কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়; চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। সংঘর্ষে একজন সাংবাদিকসহ ৩০ জনের বেশি আহত হয়েছেন।

UNIBOTS

জানা গেছে, এ সময় আন্দোলনকারীরা হাসপাতালের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয় এবং হাসপাতালের

নামফলক ভেঙে ফেলেন। একপর্যায়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজেও হামলা চালানো হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দীর স্নাতক প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কলেজগুলো হলো- ঢাকা কলেজ, ঢাকা আইডিয়াল কলেজ, সিটি কলেজ, গিয়াসউদ্দিন কলেজ, সরকারি তোলারাম কলেজ, ইমপেরিয়াল কলেজ, বোরহানউদ্দিন কলেজ, বিজ্ঞান কলেজ, ধনিয়া কলেজ, লালবাগ সরকারি কলেজ, উদয়ন কলেজ, আদমজী, নটর ডেম, রাজারবাগ কলেজ, নূর মোহাম্মদ, মুন্সী আব্দুর রউফ কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, গ্রীন লাইন পলিটেকনিক, ঢাকা পলিটেকনিক, মাহবুবুর রহমান ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজিসহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, ১৮ নভেম্বর ডেঙ্গু আক্রান্ত অবস্থায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন ডিএমআরসির এইচএসসি ২০২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী অভিজিৎ হাওলাদারের মৃত্যু হয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্লাটিলেট কমে যাওয়ায় অভিজিৎকে তার পরিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করতে চাইলে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ অসম্মতি জানায়। এরপর সেখানেই চিকিৎসাধীন অভিজিত মারা যান। তার মৃত্যুর পর পরিবারের কাছে টাকা দাবি করে লাশ আটকে রাখার অভিযোগ তোলা হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ২০ নভেম্বর ডিএমআরসির শিক্ষার্থীরা লাশ নিতে গেলে সমাধান না হওয়ায় শুরু হয় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। সেদিন সন্ধ্যায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেয়।

পরদিন ২১ নভেম্বর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর কবি নজরুল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে ৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী আহত হন। বিকালে পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সরাতে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাদের সহপাঠীর মৃত্যুর জন্য হাসপাতালের গাফিলতি দায়ী। তদুপরি একের পর এক কা-ের সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।